দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB. 3 .. 1999 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

মাদ্রাসা শিক্ষা হচ্ছে মৌলিক আদর্শগত শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষাকে বন্ধ করে দিতে হবে এমন কথা একমাত্র উন্মাদরাই বলতে পারে

—জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

আবদুল হাই শিকদার ॥ সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান কবি, শিক্ষাবিদ, গবেষক, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষাই মৌলিক শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষাটি মাদ্রাসা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিলো। মাদ্রাসা শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে ইসলামী আদর্শ ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের নীতিবোধের জন্যই ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলার অর্থ ইসলামী নৈতিকতা ও আদর্শের বিরুদ্ধে কথা বলা। যারা বিরুদ্ধাচরণ করছেন তারা মাদ্রাসা শিক্ষা কেন— সাধারণ শিক্ষার ব্যাপারেও তেমন কিছু জানেন না।

তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে বন্ধ করে দিতে হবে এমন কথা একমাত্র উন্মাদরাই বলতে পারে। তিনি বলেন, পৃথিবীর মুসলমানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আধুনিককালে মুসলমানদের সমাজে বৃহত্তর বিপ্লব সাধিত হয়েছে আলেম সমাজের দ্বারাই। রাজনৈতিকভাবে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণাও এসেছিলো আলেম সমাজের কাছ থেকে। নিরক্ষরতা দূরীকরণেও তাদের অবদান অসামান্য।

৩-এর পাতায় দেখুন,

মাদ্রাসা শিক্ষাকে বন্ধ করে দিতে হবে এমন কথা একমাত্র উন্মাদরাই বলতে পারে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তিনি গতকাল দৈনিক ইনকিলাবে দেয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে উপরের কথাগুলো বলেন। নীচে তাঁর সাক্ষাৎকারটি হুবহু তুলে ধরা হলোঃ

প্রশ্ন : সম্প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর লোক নানাবিধ কটূ মন্তব্য করছেন এবং এ শিক্ষাকে তুলে দেয়ার কথা বলছেন। এ সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলবেন?

উত্তর : এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষাটাই ছিল মৌলিক শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষাটি মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়ে ছিল। ইংরেজরা এদেশে শাসনভার গ্রহণ করার পর হিন্দুদের জন্য হিন্দু কলেজ এবং মুসলমানদের জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করে। তারা যখন অনুভব করল যে এদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মীয় শিক্ষাকে সকল শিক্ষার ভিত্তি ভূমি মনে করে সে ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষার প্রশ্রয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ঠিক এরকম ঘটনাই ঘটেছিল যখন ইসলামের প্রাথমিক যুগে

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

দেয়া হোক এবং ভবিষ্যতে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কোনরূপ বরাদ্দ না রাখা হোক। কিন্তু শিক্ষা সচিবের এই প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি পূর্বের বরাদ্দকৃত টাকা কমাননি বরঞ্চ ভবিষ্যতে তা আরও বৃদ্ধি

প্রশ্ন : আমাদের দেশে একটি মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায় যে, যারা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত তারা কখনও আধুনিকমনা নন এবং দেশের সংকট মুহূর্তে কখনও তারা সংকট দূর করতে এগিয়ে আসেননি। কথাটি কি সত্য?

উত্তর : কথাটি সত্য নয়। আমাদের দেশে হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তিতুমীর যে আন্দোলন করেছিলেন সে আন্দোলন ছিল শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

তাছাড়া আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূর করবার ব্যাপারে এসব মৌলভী-মাওলানারা কাজ করে চলেছেন দীর্ঘকাল ধরে। পৃথিবীর মুসলমানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আধুনিককালে মুসলমানদের জীবনে বৃহত্তর বিপ্লব সাধিত হয়েছে আলেম সমাজের দ্বারাই। উনবিংশ শতাব্দী থেকে এ আন্দোলনের সূত্রপাত এবং রাজনৈতিকভাবে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণাও এসেছিল আলেম সমাজের কাছ থেকে। সুতরাং কখনই কোন সময় আলেম সমাজকে তুচ্ছ ও হেয় করা উচিত নয়।

আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে মসজিদগুলো

হাতিয়ে নেয় শত শত কোটি ডলার। তেল শিল্পই হল দেশটির প্রধান সম্পদ। সরকারী রাজস্ব আয়ের ৮০ শতাংশ আসে এই উৎস থেকে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ সরিয়ে ফেলার কারণে অবকাঠামো ও সামাজ সেবার ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় অবনতি ঘটে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল শোধনাগারগুলো প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। সরকারী দুর্নীতির কারণে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতির আরেকটি সুপরিচিতি দৃষ্টান্ত হল ইন্দোনেশিয়া। এই দেশটিতে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর অর্থ চালিত করা হয়েছিল সাবেক প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর পরিবার ও বন্ধুদের বিভিন্ন প্রকল্পে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর দুর্নীতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো রাশিয়া। সে দেশটিতে সরকারী কর্মকর্তাদের যোগসাজশে অর্থ ও শিল্পগোষ্ঠীগুলোর একটি চক্র অর্থনৈতিক সংস্কারকে ক্ষুণ্ন করেছে, উন্নয়ন ও বাণিজ্যের গতি ব্যাহত করেছে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর থেকে জনগণের আস্থা কমিয়ে দিয়েছে।

কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ

এই নৈরাশ্যজনক চিত্র সত্ত্বেও অনেক দেশে যে অন্তর্নিহিত কারণে দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে, তা নিরসনের চেষ্টা করছে। উদাহণস্বরূপ বলা যায়, গত ১৮ মাসের মধ্যে ইথিওপিয়া, মোজাম্বিক ও ঘানায় দুর্নীতি বিরোধী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে এসব উদ্যোগের পাশাপাশি কয়েকটি দেশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ এবং ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ উভয়ের কার্যক্রমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা এখন সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তার আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রতিরোধে আদালত প্রশাসনের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ইউএসএআইডির বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে।

অর্থনীতির ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, লাইসেন্স প্রদান, শুল্ক, কোটা ব্যবস্থা, বিনিময় হারের ওপর বিধিনিষেধ, ভর্তুকি, সরকারী পর্যায়ে কেনাকাটা, সরকারী চাকরির বিভিন্ন বিধিবিধানের মাধ্যমে সরকার অর্থনীতির ওপর তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। প্রায়ই এসব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অপব্যবহার ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বিঘ্নিত করার সুযোগ সৃষ্টি করে। ইউএসএআইডি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, লাইসেন্স ব্যবস্থার বিলোপ, বেসরকারীকরণ ও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সরকারী পর্যায়ে কেনাকাটার মাধ্যমে এসব সুযোগ হ্রাসের জন্য কাজ করছে।

ইউএসএআইডির সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম

বিগত বছরে ইউএসএআইডি দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে। সংস্থার ওয়াশিংটন ভিত্তিক কর্মকর্তারা একটি দুর্নীতি বিরোধী ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে।

উন্নয়নের প্রতি চ্যালেঞ্জ

দুর্নীতি একটি বিশ্ব সমস্যা। দুর্নীতি উন্নয়নশীল ও অন্তর্বর্তী স্তরের দেশগুলোর অর্থনীতি থেকে চড়া মাসুল আদায় করে নিচ্ছে। দুর্নীতি অনেক দেশকে তাদের উন্নয়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় বাধা দিচ্ছে, বৈদেশিক ও দেশীয় বিনিয়োগকে বিঘ্নিত করে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে আস্থা ক্ষুণ্ন করে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শুল্ক ও কর রাজস্ব থেকে সরকারকে বঞ্চিত করে বাজেট সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।